জাতীয় ভাষা সম্মেলন - একটি মহতী উদ্যোগ

নির্মল পাল

গত ৭ই জুন ২০০৭ National Press Club, Canberra-য় অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল Languages in Crisis নামে National Languages Summit. অষ্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে গঠিত "**Go8**" ও 'দি অষ্ট্রেলিয়ান একাডেমী অব দ্যা হিউমেনেটিজ' এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ Summit এ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনিভারসিটি কলেজ লন্ডন এর প্রফেসর Michael Worton, এবং অষ্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের মেজর Michael Stone। উদ্যোক্তারা ছাড়াও NATTI, LOTE, MCEETYA, CHASS, NLLIA, ACSSO, ASPA, ALMA, AHISA, CASR এর প্রধান/প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ১৩২ জন পূর্বনিবন্ধিকৃত ব্যক্তিবর্গ সাড়ে ৩ ঘন্টা ব্যাপী এই National Languages Summit এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাণবন্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কে জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সকল মাতৃভাষা সংরক্ষনে উদ্যোগী ভুমিকা নেওয়ার সুবাদে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মহান Summit-এ উপস্থিত হওয়ার সুযোগ লাভ করি। উচ্চ পর্যায়ের এই মতবিনিময় সভায় আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষনালব্ধ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরে ইংরেজী ছাড়া ভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও ব্যবহারে অনাগ্রহের এক করুণচিত্র তুলে ধরা হয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য Summit এ প্রকাশিত ম্যাগাজিন "Languages in Crisis: A rescue plan for Australia" ৫টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখা হয়। সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছেঃ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ফেডারেল ও ষ্টেট্ গভর্নমেন্টের মধ্যে সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ, ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক, দ্বাদশ শ্রেনী ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষায় বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা, বিভিন্ন পর্যায়ের ভাষা শিক্ষালয় সমূহের সর্বস্তরে মান উন্নয়নে পর্যাপ্ত অনুদান, এবং বহুজাতিক এ সমাজে সকল ভাষাভাষির স্বার্থে ভাষা শিক্ষায় জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি।

দুই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এই Summit এর দ্বিতীয় পর্বে বিষয়টির উপর বিভিন্ন বক্তা স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ভাষার ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার চিত্র তুলে ধরেন, এবং সমন্বিত ভাবে এর মোকাবিলার জন্য জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তা ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। আলোচনায় এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও একটি মহত উদ্যোগ বলে অভিহিত করে আমি বিশ্বব্যাপী ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনে UNESCO কর্তৃক ঘোষিত "**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস**" এর প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব তুলে ধরি। বহুজাতিক এ সমাজে বিগত ৭/৮ বছর ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে এবং অর্জিত সফলতার আলোকে এই Summit এর নাম "Language in Crisis" না হ'য়ে "Mother Language in Crisis" হলে এর যথার্ততা আরও সময়োপযোগী ও ব্যাপকতর হওয়ার পক্ষে আমার উপস্থাপিত জোড়ালো যুক্তি সকলের করতালির মাধ্যমে সমর্থিত হয়। এই বক্তব্যের সমর্থনে আমি বহুজাতিক এ সমাজে সকল সংস্কৃতি সংরক্ষণে সরকারের অনুসৃত নীতির সাথে সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণের সম্পৃক্ততার অপরিহার্যতার কথা বিশ্লেষন করে সরকারী পর্যায়ে এর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা

বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ব্যখ্যা করি। এ প্রসঙ্গে একুশে একাডেমীর ব্যানারে গৃহীত পদক্ষেপ সহ মাতৃভাষা সংরক্ষণে অর্জিত প্রাথমিক সফলতার আলোকে উপস্থাপিত Flyer এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকল ভাষাভাষিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে উদ্ভাবিত **"Conserve Your Mother Language"** শ্লোগানকে সামনে রেখে একযোগে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার অনুরোধ জানাই। **"Conserve Your Mother Language"**এর পক্ষে গঠনমূলক ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে বহুভাষা ভিত্তিক একটি শক্তিশালী Team গঠন করে জাতীয় পর্যায়ে **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস**" উদ্‌যাপনসহ পাবলিক লাইব্রেরী, প্রি স্কুল ও চাইল্ড কেয়ার সেন্টার সমূহে প্রয়োজনীয় ভাষাসমূহের বর্ণমালা সংগ্রহ ও তা ব্যবহারের জাতীয় কৌশল নির্ণয়ের মাধ্যমে মাতৃভাষা তথা ভাষার প্রতি সাধারনের আগ্রহ, প্রয়োজনীয়তা ও দায়ীত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষে একযোগে কাজ করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করি।

আমার এই সকল প্রস্তাব উপস্থিতিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার করে এবং প্রধান প্রবন্ধ উপস্থাপকদ্বয় সহ উদ্যোক্তাদের প্রধান সমন্বায়ক Dr John Byron, Executive Director Australian Academy of the Humanities এর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করতে সমর্থ হয়। তাঁরা আমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং Flyer এর অতিরিক্ত কপি সংগ্রহ করে আমার উপস্থাপিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সমুহের আলোকে কাজ করার প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। Summit–এর প্রধান সমন্বায়ক Dr. John Byron, Executive Director Australian Academy of the Humanities ফেডারেল পার্লামেন্টে **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস**" পালন সম্পর্কে আনীত বিল এবং একুশে একাডেমীর নেতৃত্বে অ্যাশফিল্ডে বিশ্বের প্রথম "**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ**" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি পূর্বেই অবহিত হয়েছেন বলে আমাকে অবহিত করেন, এবং অর্জিত সফলতাসহ Summit-এ এই সকল প্রস্তাব সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একসাথে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

একজন বাঙ্গালি ভাষাসেবী হিসেবে এই মহতি Summit এ উপস্থিত হওয়ার সুযোগ মাতৃভাষা সংরক্ষণে আমাকে বৃহত্তর পরিবেশে আরো নিবিড়ভাবে কাজ করার আশা ও উদ্দীপনা জোগাবে বলে আমার বিশ্বাস।